39676 - তাশাহ্হুদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ার হুকুম?

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে ইমাম খুব দ্রুত সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। শুধু প্রথম তাশাহ্হুদ ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় থাকে না। দ্বিতীয় তাশাহ্হুদ (দুরুদে ইব্রাহিমি) পড়ার আগেই তিনি সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। এমতাবস্থায় এতটুকু পড়ে নামাযের সালাম ফিরিয়ে ফেলা কি আমার জন্য জায়েয হবে? নাকি দুরুদে ইব্রাহিমি পড়া আবশ্যকীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

নামাযের তাশাহ্হুদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ার হুকুম নিয়ে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: এটি নামাযের রুকন; যা আদায় করা ছাড়া নামায সহিহ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন: এটি ওয়াজিব। তৃতীয় অভিমত: সুন্নত মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) তৃতীয় অভিমতটিকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করেছেন। তিনি "যাদুল মুসতাক্বনি" এর ব্যাখ্যার মধ্যে বলেন: গ্রন্থকারের ভাষ্য 'এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া'। "এর মধ্যে" মানে শেষে তাশাহ্হুদের মধ্যে। এটি নামাযের দ্বাদশতম রুকন। এর দলিল হল— সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে শিখানো হয়েছে কিভাবে আপনাকে সালাম দিব? কিন্তু আপনার প্রতি সালাত বা দুরুদ পড়ব কিভাবে? তখন তিনি বললেন: তোমরা বল: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ ، وعلى آل محمَّدٍ (হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)। (বল) নির্দেশের দাবী হল আবশ্যকতা আরোপ করা। আবশ্যকতার মূল রূপ ফরয; যা ছেড়ে দিলে ইবাদতটি বাতিল হয়ে যায়। ফকিহগণ এই মাসয়ালার দলিল এভাবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু আপনি যদি এ হাদিসটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া (নামাযের) রুকন নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম পদ্ধতি জানতে চেয়েছেন যে, কিভাবে তারা দুরুদ পাঠ করবেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ দিক-নির্দেশনা দেন। তাই আমরা বলব, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা বল" আবশ্যকতা সাব্যস্ত করার জন্য নয়; বরং দিক-

নর্িদশেনা দান ও শক্ষিা দয়োর জন্য। যদি এ দললিটি ছাড়া অন্য কোন দললি পাওয়া যায়; যা নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর দুরুদ পড়ার নর্িদশে বহন করে তাহলে সটোই হবে ধর্তব্য। আর যদি উল্লখেতি দললি ছাড়া এমন কোন দললি না পাওয়া যায় তাহলে এ দললিটি ওয়াজবি হওয়া প্রমাণ করে না; থাকতো রুকন হওয়া প্রমাণ করবে।

এ মাসয়ালায় আলমেগণ একাধকি অভমিত প্রদান করছেনে:

প্রথম অভমিত: দুরুদ পড়া রুকন। এটি (হাম্বলী) মাযহাবরে প্রসদ্ধি মত। অর্থাৎ দুরুদ পড়া ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।

দ্বতিীয় অভমিত: দুরুদ পড়া ওয়াজবি; রুকন নয়। ভুলে গলেে সাহু সজেদা দওেয়ার মাধ্যমে শোধরানো যাবে। এ মতাবলম্বীরা বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "তোমরা বল: হে আল্লাহ্! মুহাম্মদরে প্রতি রহমত বর্ষণ করুন" এখানে এ কথাটি নর্িদশেসূচক কংিবা নর্িদশেনাসূচক হওয়ার সম্ভাবনাময়। এই সম্ভাবনা থকেে যাওয়ার কারণে আমরা এ আমলটকিে 'রুকন' হসিবেে সাব্যস্ত করতে পারি না; যে রুকন ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না।

তৃতীয় অভমিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি দুরুদ পড়া সুন্নত। ওয়াজবি নয়; রুকনও নয়। এক বর্ণনাতে এটি ইমাম আহমাদ থকেেও বর্ণতি আছে। অর্থাৎ যদি কউে ইচ্ছাকৃতভাবে দুরুদ পড়া ছড়েে দয়ে তবুও তার নামায সহহি হবে। কনেনা যারা দুরুদ পড়া ওয়াজবি কংিবা রুকন বলছেনে তারা যে দললিগুলো উল্লখে করছেনে সগেুলো তাদরে অভমিতরে পক্ষে প্রত্যক্ষ দললি নয়। আর মূল অবস্থা হল— দায়মুক্ত থাকা।

যদি উল্লখেতি এই যে দললিটি ফকীহগণ উল্লখে করছেনে সটো ছাড়া আর কোন দললি না থাকে তাহলে পূর্বোক্ত অভমিতগুলোর মধ্যে এটইি অগ্রগণ্য। কনেনা আমরা একটা ইবাদতকে এমন কোন দললি দয়িে বাতলি বলতে পারি না যে দললিরে উদ্দশ্যে আবশ্যককরণ কংিবা দকি-নর্িদশেনা প্রদান এ দুটো বষিয়রে সম্ভাবনাবহ।"[আস্শারহুল মুমতি' (৩/৩১০-৩১২)

এ অভমিতরে ভত্তিতিে দুরুদ পড়া ছাড়াই নামায শুদ্ধ হবে।

দুই:

আমাদরে কর্তব্য এই ইমাম ও অন্য যে সকল ইমাম তারাবীর নামাযে অতমিাত্রায় তাড়াহুড়া করনে তাদরেকে নসীহত করা। কারণ এর দ্বারা তারা তাদরে পছেনে যারা রয়ছেনে তাদরেকে নামায পূর্ণাঙ্গ করার সুযোগ দনে না।

আলমেগণ পরস্কিারভাবে উল্লখে করছেনে যে, ইমামরে উচতি হল ধীরস্থরিে নামায আদায় করা; যাতে করে মুক্তাদগিণ নামাযরে ওয়াজবি ও সুন্নতগুলো আদায় করতে পার। মুসল্লগিণকে এগুলো আদায় করা থকেে বঞ্চতি করে এমন তাড়াহুড়া করা মাকরুহ।

ইমাম নববী বলনে:

"এ পরচ্ছিদেরে হাদসিগুলোর মর্ম সুস্পষ্ট (অর্থাৎ যে হাদসিগুলোতে ইমামকে নামায হালকা করার নর্দিশে দয়ো হয়ছে)। তা হচ্ছ— ইমামরে প্রতি নামায এতটুকু হালকা করার নর্দিশে যাতে করে নামাযরে সুন্নতসমূহ ও মাকাছদিসমূহ (উদ্দশ্যেসমূহ)-এ কোনরূপ ঘাটতি না ঘটে।

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা" গ্রন্থে (১৪/২৪৩) এসছে:

"হালকা করা দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ— পূর্ণাঙ্গ (নামায)-এর ন্যূনতম মান রক্ষা করা। অর্থাৎ ওয়াজবি ও সুন্নতগুলো পালন করা। একবোরে সর্বনম্নি মানে সীমাবদ্ধ থাকবে না; আবার সর্বোচ্চ মান পালন করতে যাবে না।"

ইবনে আব্দুল বার্র বলনে:

"প্রত্যকে ইমামরে জন্য নামায হালকা করার বষিয়টি ইজমাদ্বারা স্বীকৃত ও আলমেদরে নকিট মুস্তাহাব। তবে হালকা করার মানে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নামাযরে ন্যূনতম মান। পক্ষান্তর, কোন একটি আমল বাদ দয়ো কংিবা আমলে ঘাটতি করা সটো নয়...। এরপর তনিি বলনে: প্রত্যকে যে ব্যক্তি মানুষকে নামায পড়ান তার জন্য আমি পূর্ণাঙ্গ নামাযরে যে শর্ত উল্লখে করছেি সটো রক্ষা করে নামায হালকা করা মুস্তাহাব— এ ব্যাপারে আমি আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে আছে বলে জানি না।"

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনী" গ্রন্থে (১/৩২৩) বলনে:

"ইমামরে জন্য ক্বরিাত, তাসবীহ ও তাশাহ্হুদ এতটুকু ধীরস্থরিে পড়া মুস্তাহাব যাতে করে ধারণা হয় য, পছেনে থাকা মুসল্লদিরে মধ্যে যার জহি্বা ভারী সওে এগুলো পড়তে পরেছে। এবং রুকু-সজেদাতে এতটুকু দরেী করা যাতে করে ধারণা হয় য, বড়, ছোট ও ভারী লোক সকলে এগুলো আদায় করতে পরেছে। যদি তনিি এভাবে না করে নজিরে উপর যতটুকু ফরয ততটুকু পালন করনে তাহলে মাকরুহ হব; তবে নামায আদায় হয়ে যাব।"

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা" গ্রন্থে (৬/২১৩) এসছে:

"তাড়াহুড়া করা মাকরুহ। যে তাড়াহুড়ার কারণে মুক্তাদি তার উপর যা কছিু পালন করা সুন্নত সগেুলো আদায় করতে পারে না। যমেন- রুকু-সজেদাতে তনিবার করে তাসবীহ এবং শষে তাশাহ্হুদে যা কছিু পড়া সুন্নত সগেুলো পালন করতে না পারা।"

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তাঁর রচতি "রসিালা ফি আহকামসি সয়িাম, ওয়ায যাকাত ওয়াত তারাবীহ" নামক পুস্তকিায় বলনে:

"পক্ষান্তরে কছিু কছিু লোক যে অস্বাভাবকি তাড়াহুড়া করনে সটেি শরয়িত বরিোধী। যদি এমন তাড়াহুড়া কোন একটি ওয়াজবি পালন কংিবা রুকন পালনে ঘাটতি ঘটায় তাহলে সটো নামাযকে বাতলি করে দবি।

অনকে ইমাম তারাবীর নামাযে ধীরস্থরিতা অবলম্বন করনে না। এটি ভুল। কারণ ইমাম কবেল নজিরে জন্য নামায পড়ছনে না। তনিি নজিরে জন্য ও অন্যদরে জন্য নামায পড়ছনে। তনিি হচ্ছনে অভভিাবকরে ভূমকিায়; যার কর্তব্য হচ্ছে (সকলরে জন্য) তুলনামূলক যটো ভাল সটো করা। আলমেগণ উল্লখে করছেনে য, ইমামরে জন্য এতবশেি তাড়াহুড়া করা মাকরুহ যার ফলে মুক্তাদরিা তাদরে উপর যা পালন করা ওয়াজবি সগেুলো পালন করতে পারনে না।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।